RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

# পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

**বিজ্ঞপ্তি**

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি - ৭ মার্চ, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 4, Cooch Behar, Friday, 23 February - 7 March, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

## ফের জীবনের হুমকি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে ভিডিও বার্তা দিলেন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশনের চিফ জীবন সিংহ। ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ওই বার্তা প্রকাশ্যে আসে। যেখানে জীবন দাবি করেছেন, কেএলও সদস্যদের উপরে অত্যাচার করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিনা কারণে সংগঠনের একাধিক সদসকে আটকে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে তিনি নতুন করে আলাদা রাজ্যের দাবিতেও সরব হন। আলাদা রাজ্যের দাবিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন তিনি। তৃণমূলের দাবি, লোকসভা নির্বাচনের মুখে পরিকল্পনা করে এমন ভিডিও বার্তা দিয়েছে জীবন। এর পিছনে রয়েছে বিজেপি। জীবন এখন অসমে বিজেপির আতিথেয়তায় রয়েছেন বলেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "জীবন বিজেপির নির্দেশে চলে। যখন তাকে ভিডিও বার্তা করতে বলা হয়, তখন তিনি তা করেন। এখন নির্বাচনের আগে বিজেপি পুরোপুরি কোণঠাসা। সেই কারণেই এমন বার্তা দিয়ে নতুন করে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। যদিও এখন আর কেউ জীবন সিংহের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয় না।" বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "জীবন সিংহের সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। তৃণমূল এমন অভিযোগ এনে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করে। তাতে কোনও লাভ হবে না।"

## চিলারায়ের জন্মদিনে ছুটির দাবি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** চিলা রায়ের জন্মদিনে ছুটির দাবি করলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার কোচবিহারের কদমতলায় চিলা রায়ের জন্মদিন পালন ও সভা করে গ্রেটার। দু'দিন ধরে ওই অনুষ্ঠান চলে। সেখানে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন বংশীবদন। সেখানেও তিনি বলেন, "কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের কাছেই আমরা বীর চিলা রায়ের জন্মদিনে সরকারি ছুটির দাবি করছি। সেই সঙ্গে চিলা রায়ের জীবনী পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্তিরও দাবি করছি।" তিনি জানিয়ে দেন, ওই দাবিতে তাদের আন্দোলনও চলবে। বংশীবদন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তিনি সরকারি দুটি পদেও রয়েছেন। তিনি রাজবংশী ভাষা একাডেমির চেয়ারম্যান, সেই

রাজবংশী ভাষা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন। এবারে বংশীবদন বীর চিলা রায়ের জন্মদিনের অনুমতি পেলেও আরেক গ্রেটার নেতা বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজ কোচবিহারে চিলা রায়ের জন্মদিনের অনুমতি পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি অসমের নওগাঁওতে বীর চিলা রায়ের জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান করেন। এর বাইরে একাধিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে চিলা রায়ের জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন কোচবিহার চকচকা চেকপোষ্ট লাগোয়া এলাকায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চিলা রায়ের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় উপস্থিত ছিলেন। কোচবিহার পুরসভার সামনেও চিলা রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। দিনহাটাতে নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে চিলা রায়ের জন্মদিন পালন করে গ্রেটারের আরেকটি গোষ্ঠী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া, সংগঠনের নেতা প্রেমানন্দ দাস, পরেশ বর্মণ।

## টুকরো খবর

### লোহার সিঁড়ি ভেঙে মৃত ২ শ্রমিক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** জলাধারের লোহার সিঁড়ি ভেঙে মৃত্যু হল ২ শ্রমিকের। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার চকচকার দাসপাড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই শ্রমিকের নাম জিয়ারুল হক (৪৮) ও মদন গুপ্তা (৩৬)। জিয়ারুলের বাড়ি তুফানগঞ্জ এবং মদনের বাড়ি পুন্ডিবাড়ি। দাসপাড়ায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের একটি জলাধার রয়েছে। এদিন ওই জলাধার পরিষ্কারের জন্য দুই শ্রমিককে নিয়ে এক কর্মী সেখানে যান। তিনজনই জলাধারের সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠেন। আচমকাই সিঁড়িটি ভেঙে পরে। স্থানীয় বাসিন্দারা তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুইজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওই ঘটনায় কারও গাফিলতি রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পরে ওই এলাকায় যান কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কারও গাফিলতির জন্য এই ঘটনা ঘটেছে কি না তা খতিয়ে প্রশাসনকে বলা হয়েছে।"

### বাঁধের পাড় সংলগ্ন ছোট সেতুর কাজের শুভ সূচনা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোচবিহার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাঁধের পাড় সংলগ্ন এলাকায় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছোট সেতুর কাজের শুভ সূচনা করলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভা এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চন্দনা মহন্ত সহ এলাকাবাসীরা। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে সেতু না থাকায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল এলাকাবাসীর।সামনেই চলে আসছে বর্ষা, এলাকাবাসীদের কথা মাথায় রেখে বর্ষার আগেই সেতু তৈরির কাজ শেষ করে এলাকাবাসীকে উপহার দেবেন বলে জানান।

## পূজারি নিয়োগ করবে দেবোত্তর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** এবার পুরোহিত হতেও দিতে হবে পরীক্ষা। এমনই বিজ্ঞাপন দিয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড। ট্রাস্ট বোর্ড জানিয়েছে, কোচবিহারে রাজ আমলের মদনমোহন মন্দির ও ট্রাস্টের আওতাধীন বিভিন্ন মন্দিরের জন্য সাতজন 'পূজারি ও ভোগপাচক' নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি সংস্কৃত জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো সম্পর্কেও ধারণা থাকা আবশ্যক। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে সাতজনকে বেছে নেওয়া হবে। ওই বিষয়ে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহার সদরের মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে গত ২২ ফেব্রুয়ারি। ১৮ মার্চ আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। চলতি মাসের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা রয়েছে। আবেদনকারীদের বয়স হতে হবে, ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, লিখিত পরীক্ষা ৭০ এবং মৌখিক হবে ৩০ এর মধ্যে। সব মিলিয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। মহকুমাশাসক বলেন, "প্রাথমিকভাবে সাতটি শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। এর পরে মৌখিক। এভাবেই নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে।"

কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীন বেশ কিছু মন্দির রয়েছে গোটা জেলায়। ট্রাস্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, মদনমোহন মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বলরাম মন্দির সহ বেশ কয়েকটি মন্দিরে পুরোহিতের বয়স ষাট পেরিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অতিরিক্ত সময় নিয়ে কাজ করছেন। অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থতা সহ নানা কারণে দৈনিক পুজোর কাজ চালাতে বাকিদের উপরে চাপ তৈরি হচ্ছে। সে জন্যেই নতুন করে নিয়োগের কথা ভাবা হয়েছে। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, "প্রায় তিন দশক পরে পূজারি নিয়োগে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নিয়োগ হলে সুবিধে হবে।"

## আধার নিষ্ক্রিয় কোচবিহারেও

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** এবার আধার নিষ্ক্রিয় হওয়ায় চিঠি এল কোচবিহারেও। ২২ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলাতে পাঁচজন বাসিন্দার আধার নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। যে পাঁচজনের আধার নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। আর তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "কোচবিহার জেলায় এ পর্যন্ত ৫ জনের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে। কাকতালীয় হলেও সকলেই রাজবংশী সমাজের মানুষ। তাহলে আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের শিকার কি হতে চলেছেন রাজবংশী সমাজের মানুষেরাই। সজাগ হওয়ার সময় এসেছে আমাদের সকলের। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে। আতঙ্কের কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকের পাশে রয়েছেন।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "আধার নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল। এটা নিয়ে ভয় বা আতঙ্কের কিছু নেই। সরকার যে কোনও বিষয়েই ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেন।" দিনহাটার প্রেমানন্দ বর্মণ ও আরতি বর্মণের আধার বাতিল হয়েছে। ওই দম্পতির ছেলে মিঠুন বলেন, "আধার নিষ্ক্রিয় হওয়ার চিঠি

পেয়েছি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়েছি।" দু'দিন আগেই আধার সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে ব্লক অফিসে জানানোর আবেদন জানায় কোচবিহার জেলা প্রশাসন। সেই মঙ্গলবার থেকে আধার সংক্রান্ত একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। কেউ চাইলে ওই পোর্টালের মাধ্যমেই নিজের আধার সমস্যার কথা জানাতে পারেন। আধার বাতিল হয়ে যাওয়ার খবরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে অনেক মানুষের মনে। সেই জন্য বিষয়টি আসলে কি তা জানতে অনেকেই অঞ্চল অফিস থেকে ব্লক অফিসে খোঁজ নিয়েছেন। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল দাবি করছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এমন পদক্ষেপে সাধারণ মানুষ ক্ষতির মুখে পড়বেন। বিজেপি অবশ্য দাবি করেছে, আধার কার্ড নিয়ে মানুষকে বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম বলেন, "একজন নাগরিকেরও যদি আধার কার্ড বাতিল হয় তাহলে আমরা রাস্তায় নামবে। এভাবে একজন মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কেন্দ্রের নেই। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। অভিযোগ নেওয়ার জন্য পোর্টাল চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আলাদা কার্ড দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন। তার ভাবনাকে আমরা কুর্নিশ জানাই। বিজেপি সরকারের কোনও দ্বিচারিতা মেনে নেওয়া হবে না।"

বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক বলেন, "আধার নিয়ে মানুষের বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যদি তা বাতিল করে, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা নেবে। আসলে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার যে কোনও ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্যায় ফেলতে চায়। এনআরসি, সিএএ'র নাম করে মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোটের রাজনীতি করতে চায় তৃণমূল।"

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্যোগে
সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, কোচবিহার
১-৩ মার্চ ২০২৪

উত্তরের হাওয়া | মনন | চিন্তন | কল্পনা
প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান :
১ মার্চ ২০২৪ শুক্রবার, বিকেল ৪টে
উদ্‌বোধক : ব্রাত্য বসু, মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
প্রধান অতিথি
উদয়ন গুহ, মাননীয় মন্ত্রী
সুমিতা বর্মণ, মাননীয়া সভাধিপতি, কোচবিহার জেলা পরিষদ
গৌতম দেব, মাননীয় মহানাগরিক, শিলিগুড়ি পৌরনিগম
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মাননীয় পৌরপ্রধান, কোচবিহার পৌরসভা
বিশেষ অতিথি
রণজিৎ দেব, বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক
রমণীমোহন বর্মা, বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক
ড. রমাপ্রসাদ নাগ, বিশিষ্ট গবেষক ও সাহিত্যিক
বংশীবদন বর্মণ, মাননীয় সভাপতি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি
বাজলে রহমান, মাননীয় সভাপতি, কামতাপুরী ভাষা আকাদেমি
অরবিন্দ কুমার মিনা, আই.এ.এস মাননীয় জেলা শাসক, কোচবিহার
সভামুখ্য
ড. নিলয় রায়, অধ্যক্ষ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়
সকলের সাদর আমন্ত্রণ
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কোচবিহার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার


# নিগমের পরিষেবা নিয়ে তোপ দিলীপের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস পরিষেবা নিয়ে সমাজমাধ্যমে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করে লিখেছেন, ইসলামপুর শহরে একই সময়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তিনটি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলকাতা, ফারাক্কা, মালদহ থেকে তিনটি বাস একই সময়ে পৌঁছায় ইসলামপুর। এদের গন্তব্যে একটি ময়নাগুড়ি ডিপো, একটি শিলিগুড়ি ডিপো, একটি কোচবিহার ডিপো। ফলে পর্যাপ্ত যাত্রী হচ্ছে না বাসে। সরকারি বাস পরিষেবা যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এর বড় কারণ হল সমন্বয়ের অভাব। তিনটি বাসের সময় যদি আলাদা হত তাহলে এই হাল হত না। অন্যান্য রাজ্যে এটা মনিটর করা হয় যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। ফলে ধুঁকছে বাস সহ অন্যান্য পরিষেবা।

তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি বলেন, "উনি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের পরিষেবা সম্পর্কে না জেনেই এমন মন্তব্য করছেন। ইসলামপুরে তিরিশ মিনিট দাঁড়ালে আরও দশটি বাস দেখতে পেতেন। আর ওই তিনটি বাস ইসলামপুর থেকে পাঁচ মিনিট পর পর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে

রওনা দিয়েছে। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ যেখানে অল্প ভাড়ায় অনেক বেশি পরিষেবা দেওয়া হয়। বাস পরিষেবাও রয়েছে অল্প সময় পর পর। আর ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যে রাজ্যে রয়েছে সেখানে বাস পরিষেবা সোনার পাথরবাটি।"

# আধার বাতিলের চিঠি নিয়ে প্রশাসনের কাছে চন্দ্রশেখর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** আধার নিষ্ক্রিয় হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে এক বাসিন্দা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের দ্বারস্থ হলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আধারের ওই চিঠি নিয়ে মাথাভাঙার উনিশবিশা গ্রামের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর ভৌমিক কোচবিহারে পার্থপ্রতিমের বাড়ির অফিসে পৌঁছান। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন পার্থপ্রতিম। পরে প্রশাসনের অফিসে বসেই রাজ্যের আধার সমস্যার পোর্টালে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় তাঁর। পার্থপ্রতিম জানান, তিনি বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক শান্তনু বালার সঙ্গে দেখা করেন। পার্থপ্রতিম বলেন, "এই নিয়ে এগারো জনের আধার নিষ্ক্রিয় হওয়ার চিঠি এসেছে। চন্দ্রশেখর ভৌমিকের বিষয়টি আধার সমস্যার পোর্টালে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার চিঠিতে যে কথা উল্লেখ রয়েছে তা আতঙ্কের পক্ষে যথেষ্ট। কার্যত বলা হয়েছে আপনার ভারতে থাকার যোগ্যতা নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকের পাশে রয়েছে জানিয়ে আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করেছি।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "ওই চিঠি নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই। আতঙ্ক তৃণমূল তৈরি করছে। আধার নবীকরণ ঠিকমতো না হলে এমন কিছু সমস্যা হয়। আবার তা ঠিক হয়ে যায়। আতঙ্কের কিছু নেই।" কোচবিহারের মাথাভাঙার উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতে চন্দ্রশেখরের বাড়ি। চন্দ্রশেখর একটি বেসরকারি সার কারখানায় কাজ করেন। তাঁর এক ছেলে চয়ন এবারে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করছে। চয়ন জানান, দিন ছয়েক আগে আধার সংক্রান্ত ওই চিঠি তাঁদের বাড়ি পৌঁছায়। প্রথমটায় তাঁরা কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। পরে স্থানীয় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে টাকা তুলতে গিয়ে চন্দ্রশেখর জানতে পারেন, তাঁর আধার কাজ করছে না। তখন ওই চিঠি ছেলের হাতে দেন চন্দ্রশেখর। ছেলে বিষয়টি বুঝতে পারে। পরে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তাঁর শিক্ষকের কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে নিশ্চিত হওয়ার পরেই চিন্তিত হয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নেয়।

# শীতের শেষে পরিযায়ী পাখিদের দেখা মিলল সাগরদিঘীতে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কয়েক বছর আগেও শীতের মরশুমে কোচবিহার শহরের একাধিক জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের ভিড় উপচে পড়ত। কিন্তু এবার শীত শেষ হতে চললেও দেখা মিলছিল না শীতের অতিথি পরিযায়ী পাখিদের। কোচবিহারের মানুষ এই পরিযায়ী পাখিদের না আসায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হতাশা কাটিয়ে এই বছরের শীতের শেষে কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সাগরদিঘীতে দেখা মিলল পরিযায়ী পাখিদের। আর এই দৃশ্য দেখে খুশি পরিবেশপ্রেমী থেকে সাধারণ মানুষ। পরিবেশপ্রেমী অরূপ গুহ জানান, পাঁচ দশক আগে সাগরদিঘীতে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। আশির দশকের শুরুতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা অন্তত হাজার ছাড়িয়ে যায়। প্রতি বছর সাধারণত অক্টোবরের শেষ থেকে লেসার হুইসলিং টেল প্রজাতির পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পরিযায়ীরা থাকার পর আবার ফিরে যায়। কোচবিহারের সবচেয়ে বড় দিঘী সাগরদিঘী, তাই এই দিঘীতেই একসময় সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী পাখির দেখা মিলত। আমাদের সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে চার হাজারের বেশি পাখি এসেছিল। সাগর দিঘী চত্বরের রাস্তাজুড়ে ক্রমবর্ধমান যানবাহন, হর্নের শব্দ, মাইক নিয়ে কর্মসূচি, কাপড় কাচা থেকে অতিরিক্ত আলোকস্তম্ভ বসানোয় পাখিদের টেকা মুশকিল করে তুলেছে। মাঝে কয়েক বছর আগে সাগরদিঘীতে নৌকাবিহারও চালু করা হয়েছিল। শহরের অন্যান্য দিঘীগুলিতে মাছ চাষ ও মাছ ধরার কারণে পরিযায়ী পাখিদের আসা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই নতুনভাবে আবার পরিযায়ী পাখি ফিরে আসায় খুব খুশি ও আনন্দ অনুভব করছি।

# তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** দিনহাটার কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিল ৪ টি পরিবার। শনিবার রাতে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের পাল্টা হিসাবে রাতে বিজেপিতে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল বলে জানান বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন রাতে যোগদানকারীদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য তাপস দাস, ৩ নং মন্ডল বিজেপির সভাপতি কমল বর্মন, অঞ্চল কনভেনর মানিক বর্মন। উল্লেখ্য শনিবার সকালেই এই অঞ্চল থেকেই বিজেপির ৫ জন সক্রিয় কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন। সকালে দিনহাটায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর হাত ধরে তারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এদিন রাতে ওই অঞ্চলের পাল্টা যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল

# সন্দেশখালির পর এবার দিনহাটাতেও পিঠে বানানোর জন্য মহিলাকে ডেকে পাঠানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** এবারে মহিলাকে পিঠে বানানোর জন্য মধ্যরাতে ডেকে পাঠানোর অভিযোগে নাম জড়ালো উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের। কোচবিহারের দিনহাটার বুড়িরহাটের এক মহিলা তা নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই সঙ্গে ওই মহিলার বক্তব্যের একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার কোচবিহার জেলা সভাপতি অর্পিতা নারায়ণ। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে চারদিকে। সন্দেশখালিতে এমন অভিযোগ উঠেছিল। এবারে দিনহাটাতেও একই অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের। ওই বিষয়ে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের একটি ট্যুইট পোস্ট করে উদয়ন গুহ দাবি করেন, এর থেকেই পরিষ্কার চক্রান্তের জাল কত গভীরে। তৃণমূলের মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে পাল্টা দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "সন্দেশ কাহিনীকে সামনে রেখে এখন বিজেপি সারা বাংলায় পিঠে কাহিনী চালু করার চেষ্টা করছে। এগুলো যত প্রচার হবে তত আমাদের লাভ হবে। ভোটের জন্য কোথায় নেমেছে বিজেপি তা মানুষের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। দিনহাটার মানুষ উদয়ন গুহকে জানে এবং চেনে। এরকম নোংরা কথা বলে নোংরামি করার চেষ্টা করছে। শুধু আমি নই, আমাদের দলের কোনও নেতাই রাত দশটার পর বাইরে থাকেন না।" বুড়িরহাটের ওই মহিলা অভিযোগ করেছেন, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত ১২ টা নাগাদ ওই মহিলার বাড়িতে তৃণমূলের বাহিনী হানা দেয়। তৃণমূলের এক নেতার গোপন ডেরায় গিয়ে পিঠে বানিয়ে দেওয়ার জন্য তৃণমূল কর্মীরা তাকে চাপ দেন বলে অভিযোগ। তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে প্রথমে ভয় দেখানো হয়, পরে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। পরের দিন তৃণমূলের ওই বাহিনী তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ওই মহিলা বলেন, "উদয়ন গুহ (মন্ত্রী), বিশু ধর (তৃণমূল টাউন ব্লক সভাপতি), দীপক ভট্টাচার্যের (তৃণমূলের দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক সভাপতি) গুন্ডাবাহিনী আমাকে পিঠে তৈরির প্রস্তাব দেয়। তাতে রাজি না হওয়ায় আমাদের বাড়িতে হামলা করে। গভীর রাতে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল।" তৃণমূলের দাবি, পরিকল্পিত ভাবে বিজেপি একজন মহিলাকে দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়ে তা বাজারে প্রচার করছে। ২১ ফেব্রুয়ারি বুধবার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ওই মহিলার বাড়ির সামনে গিয়ে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখান। ওই মহিলার পরিবার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান বলে দাবি করেছেন। বিজেপি নেত্রী অর্পিতা বলেন, "এবারে দিনহাটাতেও পিঠে বানাতে মহিলাকে ডেকে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। আমরা সেটাই মানুষকে জানিয়েছি। রাজ্য জুড়ে অরাজকতা চলছে।" মহিলা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা বলেন, "আমাদের দলের নেতাদের নামে মিথ্যে অভিযোগ করে বিজেপি রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। এই নোংরা রাজনীতির জবাব দিতেই আমরা রাস্তায় নেমেছি।"

# শুরু হল রাজ্য ভাওয়াইয়া

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তুফানগঞ্জ:** শুরু হল রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা। ২৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার বিকাল ৪ টা নাগাদ দুই বাংলার শিল্পীদের নিয়ে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ওই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, রাজ্যসভার সংসদ প্রকাশচিক বরাইক, বংশীবদন বর্মণ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, পার্থপ্রতিম রায়, অভিজিৎ দে ভৌমিক। উদ্বোধনের আগে বিভিন্ন আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানানোর পর্বে তাল কাটে। রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতার ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন বংশীবদন। তাঁকে স্বাগত জানাতে গেলে তিনি সম্মান নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর অভিযোগ, তিনি ভাইস চেয়ারম্যান হলেও অনেকের পরে তাঁকে সম্মান জানানোর কথা ঘোষণা করা হয়। ভরা মঞ্চে এমন ঘটনায় অস্বস্তিতে পরে যান সকলে। মাইক হাতে নিয়ে মঞ্চ সামাল দেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পরে বংশীবদনকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান তিনি। বংশীবদন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটি করে দিয়েছেন। কিন্তু অনুষ্ঠান পরিচালনায় সঠিক নিয়ম মানা হয়নি।" রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "ঘোষক ভুল করেছে। আমরা বংশীবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ জানান, দরিয়া ও চটকা বিভাগের দু'জন করে ৩২ টি ব্লকের মোট ১২৮ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে এই চারদিনের ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতায়। এছাড়াও বাংলাদেশ ও অসমের বিভিন্ন সংগীতশিল্পী অতিথিশিল্পী হিসেবে ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশন করবেন। বিজেপির রাজ্য ভাওয়াইয়া নিয়ে অভিযোগ করেন। তার অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানের জন্যে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাছ থেকে কুড়ি হাজার করে টাকার দাবি করা হয়েছে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য ভাওয়াইয়া কমিটি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ভিত্তিহীন অভিযোগ।"

## চার ইরানি নাগরিক ধৃত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে চারজন ইরানের নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানার পুলিশ ভবানীগঞ্জ বাজারের একটি হোটেল থেকে ওই চারজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে দু'জন দিল্লি হয়ে ভারতে প্রবেশ করে বলে দাবি করেছে। তাদের কাছে কোনও নথি নেই। বাকি দু'জন নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। ওই দু'জনের কাছে পাসপোর্ট ও নেপালের ভিসা রয়েছে। কিন্তু ভারতে প্রবেশের কোনও নথি পাওয়া যায়নি। ধৃতদের শুক্রবার কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "কি উদ্দেশ্যে ওই চারজন ভারতে প্রবেশ করেছে তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"

# ব্রিগেড প্রস্তুতি শুরু তৃণমূলের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ব্রিগেড সমাবেশ ঘোষণার একদিনের মধ্যেই প্রচারে নেমে পড়ল তৃণমূল। রবিবারই রাজ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশ হবে। সোমবার থেকেই তার প্রস্তুতি নিতে কাজ করেছে কোচবিহার তৃণমূল। কোচবিহারে অঞ্চলে অঞ্চলে সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। দলের কাছে চাওয়া হয়েছে একটি বিশেষ ট্রেনও। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে ব্রিগেড সমাবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়েছে। সেখানেই মূলত ঠিক হবে, কোচবিহার থেকে কত লোক নিয়ে যাওয়া হবে, কি করে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি বলেন, "ব্রিগেডে প্রচুর কর্মী-সমর্থক যেতে চাইছেন। কিন্তু সবাইকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। ঠিক কতজনকে কোচবিহার থেকে নিয়ে যাওয়া হবে তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আমরা একটি বিশেষ ট্রেনের আবেদন জানাবো। তাহলে কিছুটা সুবিধে হবে।" দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার থেকে অন্তত্পক্ষে এক লক্ষ কর্মী-সমর্থক নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক টার্গেট করা হয়েছে। ব্রিগেড সমাবেশের আগে দুই-তিন দিন ধরে ওই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ট্রেনে-বাসে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। বিশেষ ট্রেন দেওয়া হলে বাকিরা সেখানে চাপবেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে ব্রিগেড কর্মসূচি

নিয়ে দলকে অনেকটাই চাঙ্গা করে তুলবে তৃণমূল। সেই সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যে প্রস্তুতি মিটিং শুরু হবে, সেটাও নির্বাচনের আগে অনেকটাই কাজে আসবে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রিগেডের আগে প্রত্যেকটি অঞ্চলে অঞ্চলে মিটিং করে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের হাওয়া তুলে দিতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল। দল মনে করছে, এই সমাবেশের প্রস্তুতি বা তার আগে-পরে নির্বাচন। ঘোষণা হবে। সেক্ষেত্রে জোরকদমে প্রচারের সুবিধে হবে। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু অবশ্য বলেন, "তৃণমূল সরকার দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। এই সময়ে ব্রিগেডে নিয়ে যাওয়ার লোক খুঁজে পাবে না তৃণমূল। নানাভাবে কিছু মানুষকে প্রলোভন বা ভয় দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হবে। তাতে কোনও লাভ হবে না।"

# গোসানিমারি নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সের শেড নির্মাণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই:** গোসানিমারি নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সের শেড ঘর নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা হলো। রবিবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওই মার্কেট কমপ্লেক্সের নতুন শেডঘর নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা হয়। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কুমার প্রশান্ত নারায়ণ বলেন, জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই শেডঘর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। এদিন নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিত্রা বর্মন, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কুমার প্রশান্ত নারায়ণ, সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া সহ আরো অনেকেই। জানা গিয়েছে গোসানিমারি বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ক্রয় করা সাড়ে সাত বিঘা জমিতে তৈরি হচ্ছে নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স সেইখানেই এই শেড ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে জেলা পরিষদের তরফ থেকে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ সকলেই গোসানিমারি বাজারের মার্কেট কমপ্লেক্স আগামী দিনে কিভাবে আরো ঢেলে সাজানো যায় সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তুলে ধরেন।

# তৃণমূলের প্রচার গাড়ির উপর হামলার অভিযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** তৃণমূলের প্রচার গাড়ির উপরে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। ১৯ ফেব্রুয়ারি সোমবার দুপুরে কোচবিহারের ভেটাগুড়ির মহাকাল ধামের ওই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, প্রচার গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি এক তৃণমূল কর্মীকেও মারধর করা হয়। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরেই তৃণমূল কর্মীরা দিনহাটা-কোচবিহার সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁদের নেতৃত্বে এলাকায় একটি মিছিল বের হয়। বিজেপি তৃণমূলের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। তাদের পাল্টা দাবি, বিজেপির দলীয় পতাকা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ছবি লাগানো তোরণ ভেঙে দেয় তৃণমূল কর্মীরা। পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেন, কিছুক্ষণের মধ্যে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে মিছিল করেন তারা। ওই সময়ের মধ্যে তীব্র যানজট তৈরি হয়। তৃণমূল নেতৃত্ব দিনহাটা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। একদিন পরে মঙ্গলবার পাল্টা বিজেপিও দিনহাটা-কোচবিহার সড়ক কিছুক্ষণের জন্য অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "দুই পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন বলেন, "একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কাজে সহায়তা করতেই শিবির করা হচ্ছে। সে জন্যই প্রচার হচ্ছে। সেই প্রচার গাড়ির উপরে হামলা হয়েছে। আমরা মুখ বুজে থাকব না। বিজেপি সাবধান না হলে ফল ভোগ করতে হবে।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল নিজেরাই প্রচারের মাইক ভেঙে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। উল্টে বিজেপির উপর হামলা হয়। মানুষই এর জবাব দেবে।" গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই ভেটাগুড়িতে তৃণমূল ও বিরোধীর মধ্যে গন্ডগোল চলছে। ওই এলাকা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। ভেটাগুড়ি-১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি দখল করে। তারপর থেকে বিজেপির শক্তি আরও বেড়ে যায়। সেই থেকে এলাকা পুনরুদ্ধার করতে জোর দিয়েছে শাসক দল। একশো দিনের বকেয়া টাকা পরিশোধের ঘোষণার পর এলাকায় সংগঠনের শক্তি বাড়াতে তৎপর হয় তৃণমূল। তার পরেই এদিন সংঘর্ষ।

# সম্পাদকীয়

## ভাষা-দিবস

‘একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি’- সদ্য পার হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সালাম বরকতরা। ভাবতেও কেমন জানি গর্ব হয়। এই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে বিশ্বজয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নোবেল এসেছে বাঙালির ঘরে। এই ভাষাতেই কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখেছেন জীবনানন্দ দাস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ওপারের হুমায়ুন আহমেদ। অথচ আজ এই মায়ের ভাষা সঙ্কটের মুখে। ধীরে ধীরে ভাষার ব্যবহার যেন কমে আসতে শুরু করেছে। বাঙালিদের একটি অংশের নিজের মাতৃভাষা নিয়ে চরম উদাসীন একটি মনোভাব ক্রমশ যেন প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করেছে কলকাতা থেকে কোচবিহার সর্বত্র। এই দায় কাহার? শুধুই কি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের? শুধুই কী সেই সব অভিভাবকের যারা নিজের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি ভাষা মাধ্যমের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেছেন? না রাষ্ট্রশক্তির? এটা তো পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। আজ বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলির উপরে মানুষের ভরসা কমছে কেন? সেই চর্চাও হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য চর্চা করিবে কাহারা? সে সময় বা ইচ্ছে কি তাহাদের আছে? না কি শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি এলে বড় বড় হরফে লেখা হবে, “মাতৃভাষা আজ সঙ্কটে”। সে প্রশ্নের উত্তর বোধকরি কাহারও জানা নেই।

## কবিতা

### অনন্য নারী

.... সোমালি বোস

আমার পরিচয়! কেনো দেবো?
কেনো চিনতে পারো না আমায়
সর্বত্রই আমি রয়েছি
স্নেহ, ভালোবাসা, ঘৃণা, আলো, ছায়ায়।।
কখনো দেবী রূপে পূজিতা
কখনো মাতৃরূপে স্নেহরতা।।
কন্যরূপে পিতার পরশে আহ্লাদিতা
কখনো বা তোমার লালসায় আমিই ধর্ষিতা।।
মঞ্চ কাঁপানো ভাষণে আমিই হই মুখ্য
কিন্ত সম পারদর্শিতায় নই নাকি যোগ্য।।
ক্ষমতালোভীর আসরে আমি পণ্য
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে তাই সকলে মৌন।।
আমি ধ্বংস, আমি সৃষ্টি
আমিই আনতে পারি প্রলয়ের বৃষ্টি।।
আমার পরিচয় আমি নারী,
সদর্পে বলি আমিই নারী।
সগৌরবে বলি আমিই নারী।
আমিই গোর্বিতা নারী।।


পূর্বোত্তর

| | |
|---|---|
| সম্পাদক | ঃ সন্দীপন পন্ডিত |
| কার্যকারী সম্পাদক | ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী |
| সহ-সম্পাদক | ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে |
| ডিজাইনার | ঃ ভজন সূত্রধর |
| বিজ্ঞাপন আধিকারিক | ঃ রাকেশ রায় |
| জনসংযোগ আধিকারিক | ঃ বিমান সরকার |


## প্রবন্ধ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-ভূবন: দলিত জীবন ও বিচিত্র মন

... অমর চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপন্যাস হলো জীবনবেদ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস রাঢ়বঙ্গের মহাকাব্য আর এই মহাকাব্যের চরিত্র বা কুশীলবরা হলেন দলিত মানুষজন সে ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ বা হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’- ই হোক। নাগিনী কন্যার কাহিনী- তে ভাগীরথী তীরবর্তী সর্প-অধ্যুষিত হিজল বিল আর সেখানের বেদে-বেদেনীদের জীবন কথা আর হাঁসুলি বাঁকে কাহারদের জীবনকথা। সাহিত্যে প্রায়শই রুদ্ধ জীবনের মুক্তিপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। তা চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্য থেকে ‘আরণ্যক’, তিতাস একটি নদীর নাম তিস্তা পারের বৃত্তান্ত, মহিষকুড়ার উপকথায় প্রাপ্ত হয়। ডোম ডোমনী জেলে মাঝি-- চর্যাপদে এরাই গায়ক এরাই নায়ক। শেষপর্যন্ত পেলাম উত্তরবঙ্গে মহিষের পিঠে বাউদিয়া। এই অন্ত্যজ ধর্ম ও সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত ও অর্থনৈতিক শোষণে পীড়িত মানুষকেই তথাকথিত সভ্য সমাজ দলিত বা sub-altern বলে চিহ্নিত করেন। দলিত শব্দের অর্থ সম্ভবত খন্ডিত, মর্দিত, নিপীড়িত আক্রান্ত ও পদাহত মানুষ। তাঁরা এই সমাজে ব্রাত্য ও উচ্চ বর্ণের দ্বারা নিষ্পেষিত- **Dalit is not a caste. He is a man exploited by the social and economic tradition of this country... Dalit is a symbol of change, revolution.** এরাই সাব অলটার্ণ বা নিম্নবর্গ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশিরভাগ ছোটগল্পে এই মানুষদের প্রধান করেছেন। উপন্যাসেও কম নয়! কালিন্দী’ উপন্যাসে শোষিত সাঁওতাল সমাজ, ‘কবি’ উপন্যাসে নিতাই ডোম, ঠাকুরঝি (মুচি বংশ জাত) এবং ‘গণদেবতায়’ রয়েছে হরিজন পল্লীর কথা আর সংখ্যাধিক্য ছোটগল্পে দলিত মানুষদেরই জীবনযাপন। ‘তারিনী মাঝি, ডাইনি, নাগনাগিনী, বেদেনী, সন্তান, কালাপাহাড় গল্পগুলি দলিত জীবনের রহস্য ও কষ্টকর যাপন আখ্যান। ‘আমার সাহিত্য জীবন’ গ্রন্থের প্রথমপর্ব--২০পৃষ্ঠায় তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন ---’ জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। আর সেইখানেই সে নিজেকে পশুর থেকে পৃথক জেনেছে। আমার ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখবো। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশে চলেছে। জীবন চলছে এক স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে, কোথাও হেরেছে।’ জগত ও জীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের উপলব্ধি মাটি ও মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ মানুষ। আদিম প্রকৃতির ভীষণ সুন্দর মহিমা ও মানবপ্রকৃতির বলিষ্ঠ অন্ধ আদিমতা। একদিকে জমিদার কুলের অস্তগামী গরিমা অন্যদিকে বেদে কাহার বাউড়ির আদিম কথকতা।

তারাশঙ্কর কল্লোলের কবি ‘কল্লোল ও কালিকলম এর গল্পকার আবার কল্লোল ছেড়ে ভিন্ন পথের পথিক। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা নাগরিক ভাবের তাই তিনি সেই সুরেই শিল্পচর্চা করেননি বা থাকতে পারেন নি। তবে তিনি গ্রামবাংলার নিপীড়িত জীবন অঙ্কন করলেও বিদ্রোহী লেখক নন।

‘বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের তৃপ্তি কোনদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধহয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। (আমার সাহিত্য জীবন: প্রথম পর্ব) তাই যারা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়কে শুধু মার্ক্সবাদী বীক্ষণে বিশ্লেষণ করেছিলেন তারা পরে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন তারাশঙ্করের গল্পে সমাজের নিম্নস্তরের শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবতা প্রশ্নাতীত কিন্তু ছোটগল্পে এইসব মানুষ সামাজিক বোধগুলিকে প্রায়শই আহত করে জৈব প্রবৃত্তির বলে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাৎসল্য, প্রেম, পশুপ্রীতির মতো মানব হৃদয় বৃত্তিকে জৈব তাড়ণায় বা বিকারে বিদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, উচ্চকোটির জীবনধারার বাইরে যে মানবসভ্যতার ছন্দজগত সেই লোকজীবন ও সংস্কৃতির টানটানটাই তারাশঙ্কর শৈল্পিক দৃষ্টিতে রূপায়ণ করেছেন। ‘আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পড়াতে চাই মহাকালের গলায়।’ প্রকৃতই, তারাশঙ্কর সত্য ও তথ্যের উদঘাটন করেছেন জীবন রসিকের মন নিয়ে। এবার আমরা তাঁর নিম্নবর্গের জীবন কথা পাঠ করে এই বক্তব্যের সার বুঝে নেবো।

**(চলবে)**

## জনসংযোগ যাত্রায় নিশীথ প্রামাণিক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** লোকসভা ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখে জনসংযোগ যাত্রায় বেরোবেন নিশীথ প্রামাণিক। বুধবার ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজেপির কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে একটি বৈঠক হয়। সেখানেই জনসংযোগের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। ওই বৈঠকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের পাশাপাশি নিশীথ নিজে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৪ মার্চ থেকে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করবেন নিশীথ। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি বিধানসভায় যাবেন তিনি। কিছু বিধানসভায় রাত্রিবাসও হবে। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক জনসংযোগ যাত্রা করবেন। কবে কোথায় তিনি যাত্রা করবেন তা চূড়ান্ত হয়েছে। শুরু হবে মাথাভাঙা দিয়ে।” প্রার্থী ঘোষণা হয়নি এখনও। তার আগে নিশীথের ‘জনসংযোগ যাত্রা’ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রেই জানা, রাজ্যের যে সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বদল করবে, সেই তালিকায় কোচবিহার নেই। তাতেই ধরে নেওয়া হয়েছে, এবারে কোচবিহারে নিশীথকেই টিকিট দিচ্ছে বিজেপি। তাঁর জনসংযোগ কর্মসূচি সেই বিষয়টি আরও দৃঢ়

করেছে। লোকসভা ভোটের মুখে তাঁর ওই যাত্রা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অনেক। তৃণমূল দাবি করেছে, পাঁচ বছরে নিশীথ কি করেছে তা তুলে ধরুক। আর ভোটের মুখে কেন জনসংযোগ যাত্রার প্রয়োজন হচ্ছে তাও স্পষ্ট করুন সাংসদ। নিশীথ প্রামাণিককে ফোন করা হলে তিনি ‘পরে কথা বলবেন’ বলে জানিয়েছেন। পরে অবশ্য তাঁকে পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, “বিজেপি সাংসদ গত পাঁচ বছরে কি কাজ করেছেন তাঁর জবাব চাইছেন মানুষ। তাঁকে পাঁচ বছরে মানুষ কোথাও দেখেননি। তাই এখন জনসংযোগ যাত্রা করতে হচ্ছে। তাতে কোনও লাভ হবে না।” বিজেপি অবশ্য দাবি করেছে, নিশীথকে কাজে বাঁধা দিয়েছে তৃণমূল।

## নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা:** অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে, এমনই অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাকে তালা মেরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। ঘটনাটি মালদহের বামনগোলা ব্লকের মালডাঙ্গা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিভাবকদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের প্রকল্প আধিকারিক। বামনগোলার সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক(সিডিপিও) খোকন বৈদ্য বলেন, মালডাঙার ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে বহু কেন্দ্রে ডাল না থাকায় কর্মী সহায়িকাদের একটু সমস্যা হচ্ছে। আশা করছি ডাল তেল খুব দ্রুত বরাদ্দ হবে। বামনগোলা ব্লকের মালডাঙা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শর্মিলা রায়, সহায়িকা রুমা দেবনাথকে তালা মেরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ ঘর জলের ব্যবস্থা থাকলেও সহায়িকা নিজের বাড়ি থেকে রান্না করে কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে খাবার বিলি করেন। এদিন ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ ডিম দেওয়া হয়। অভিভাবক শিল্পী রায় বলেন, এক সপ্তাহ টানা অর্ধেক ডিম দেওয়া হয়েছে। খিচুরির বদলে সাদা ভাত শিশুদের দেওয়া হচ্ছে। সে খাবার শিশুরা খেতে চায় না। তাই এই দিন তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে। মালডাঙা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শর্মিলা রায় বলেন, দুইমাস ধরে ডাল মিলছে না। তাই, নিরুপায় হয়ে সাদা ভাত দেওয়া হচ্ছে। সুপারভাইজার, সিডিপিওকে তা জানানোও হয়েছে।

Vol: 28, Issue: 4, 23 February - 7 March, 2024 পূর্বোত্তর ৫

# মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করল একশো দিনের বকেয়া

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিছুদিন আগেই। সে মতোই শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করল টাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে ওই টাকা পৌঁছাতে শুরু করে। তাতে খুশিতে উদ্বেগ হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অনেকেই বললেন, “খুব আনন্দ হচ্ছে। অনেকদিন ধরে ওই টাকার অপেক্ষায় ছিলাম। এবারে কাজ শুরু হলে আরও ভালো লাগবে।” তা নিয়ে প্রত্যশামতোই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা তুলে ধরে প্রচারে নেমে পড়েছে বিজেপি। বিজেপির অবশ্য দাবি, সাধারণ মানুষ ওই টাকা পাচ্ছেন না। ওই টাকা তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বাড়িতেই যাচ্ছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “সাধারণ গরিব মানুষ ওই টাকা পাচ্ছেন না। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে আট-দশটি করে জবকার্ডে টাকা ঢুকছে। আমাদের কাছে সমস্ত প্রমাণ আছে। নির্দিষ্ট সময়ে তা তুলে ধরা হবে।” তৃণমূল অবশ্য বিজেপির অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, “রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে মতোই শ্রমিকরা টাকা পাচ্ছেন। আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ওই টাকা আটকে রেখেছে। সাধারণ মানুষের ক্ষতি করছে। এরপরে বিজেপির আর কিছু বলার নেই। মানুষ বিজেপিকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।” প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারের জন্য প্রথম ধাপে প্রায় ২২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কোচবিহারে সবমিলিয়ে শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮২ হাজার। সেই শ্রমিকদের নথি খতিয়ে দেখার কাজ করেছে প্রশাসন। তারপরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের তরফে শিবির করে শ্রমিকদের নথি জমা নেওয়া হয়। তৃণমূলের শিবিরে হাজির হয়েছিলেন ৪ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক। শাসক দলের দাবি, বাকি ৩২ হাজার শ্রমিকের অনেকেই বাইরে রয়েছেন। অনেকের নাম দু’বার রয়েছে। আবার কিছু মারাও গিয়েছেন। ইতিমধ্যেই সোমবার থেকে সরাসরি শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করে। দুপুর থেকেই বিভিন্ন জনের মোবাইলে মেসেজ ঢুকে যায়। এরপরে অনেকে পাসবুক আপডেট করে নেন, কেউ আবার অ্যাকাউন্টের মোট টাকাও খতিয়ে দেখেন। শ্রমিকদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ রায়, হৃদস রায় বলেন, “এটা আমাদের কাজের টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই টাকার অপেক্ষায় ছিলাম। টাকা পেয়ে খুশি হয়েছি।” কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, “একশো দিনের কাজের টাকা ঢুকতে শুরু করেছে। ১ মার্চের মধ্যে প্রত্যেকে টাকা পাবেন বলে আশা করছি।”

# বাসন্তীরহাটে সারমেয়দের বিষ দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** বাসন্তীরহাট বাজারের সারমেয় গুলিকে বিষক্রিয়া করে মেরে ফেলার অভিযোগ। শনিবার বিকেল তিনটা নাগাদ এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দেন বাসন্তীরহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কনভেনর কাশীকান্ত বর্মন, শিক্ষক মিহির সরকার। তাদের অভিযোগ বাজারের সারমেয়গুলিকে বিষক্রিয়া করে মেরে ফেলা হয়েছে। তারা আরও জানায় আজ সকালে বাজারে এসে দেখতে পারেন ৩-৪ টি সারমেয় মারা গিয়েছে এবং মৃত সব সারমেয় গুলির পচ্ছাদভাগ থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে, এছাড়াও বাকি সারমেয়গুলি অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। এই নিয়ে সাহেবগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানান তারা। এই বিষয়ে কাশীকান্ত ও মিহিরবাবু আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট বাজারে এর আগেও বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটে। সেই চুরির সঙ্গে যারা জড়িত দুষ্কৃতী তারাই হয়তো এই কান্ড ঘটিয়েছে। তিনি আরও বলেন, গভীর রাতে বাজারের সারমেয়গুলি একপ্রকার প্রহরী হিসেবে কাজ করে বাজার সহ পার্শ্ববর্তী গোটা এলাকা। সেই দুষ্কৃতীদের অপকর্ম করতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এই সারমেয়গুলি তাই হয়তো তাদের বিষক্রিয়া করে মেরে ফেলা হয়েছে বলেও মনে করছেন তারা।

# দিনহাটায় মহাবীর চিলারায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** দিনহাটা শহরের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে বিশ্ব মহাবীর চিলারায়ের ৫১৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠিত হলো। দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চিলারায়ের ৫১৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরিসংকর মাহেশ্বরী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন, সংগঠনের পক্ষে প্রেমানন্দ দাস সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত সকলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন এবং আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকার বার্তা দেন তারা।

# বিজেপির তপশিলি মোর্চার আলোচনা সভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে নিজেদের মতো করে ঘর গোছাতে শুরু করলো বিজেপি। সোমবার বিজেপি জেলা কার্যালয়ে বিজেপির তপশিলি মোর্চার পক্ষ থেকে দলকে চাঙ্গা করতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে এদিন আলোচনা করলেন। প্রসঙ্গত এই আলোচনার মাধ্যমে গ্রাম সম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি করে গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার অঙ্গীকার হতে ও গ্রামের মানুষের সমস্যার সমাধান করতে তাদের এই অভিযান নিয়ে তাদের এই আলোচনা। বিজেপির তপশিলি মোর্চার দাবি মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়ে আরো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে মানুষের পাশে দাঁড়ালে মানুষ তৃণমূলকে আগামী দিনে ধুয়ে মুছে সাফ দেবে। তাদের আরোও দাবি তৃণমূল মানুষের পাশে দাঁড়ায় না তারা মানুষের সাথে বেইমানি করে। যদি দাঁড়াতো তাহলে আজ সন্দেশখালির মত ঘটনা ঘটত না। তবে মানুষ বুঝতে পেরে গেছে মানুষের পাশে বিজেপি ছাড়া অন্য কোনো দল এইভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে না। তাই দলকে আরো চাঙ্গা করতে কোথাও ক্ষুদ্র সমস্যা সমাধান করতে আমাদের এই আলোচনা।

# আঁধার বাতিল পরিবারের পাশে পরেশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** আধার কার্ড বাতিল প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। বাদ পড়েনি কোচবিহার জেলাও। দিনহাটা এবং সিতাইতে বাদ পড়েছে পাঁচজনের আধার কার্ড। সিতাই বিধানসভা এলাকায় তিনজন এবং দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় দুজনের আধার কার্ড বাতিলের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে পরিবার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাদের সাথে দেখা করে তাদের পাশে থাকবার আশ্বাস দিলেন কোচবিহার জেলা এ স সি ও বি সি সেলের জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র বর্মন। সিতাই বিধানসভা এলাকা এবং দিনহাটা নাট্যবাড়ি এলাকায় তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে আশ্বাস দেন তিনি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজবংশী ভোটকে প্রভাবিত করার জন্য এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে নতুন চক্রান্ত পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেইসঙ্গে তিনি বলেন ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে তাদেরকে চিঠি করে জানিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পাশে রয়েছে। কোনো রকম সমস্যায় জেলার সকল স্তরের নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে তাদের পাশে থাকবেন। পরেশবাবু বলেন, যেভাবে আসাম রাজ্যে এনআরসির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই একই প্রণালী বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করতে চলেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের পাশে নেই তাই তাদেরকে যেকোনো মূল্যে ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করে তাদের পাশে নিয়ে আসার বড় ধরনের চক্রান্তে সামিল হয়েছে বিজেপি। একইসঙ্গে এই ঘটনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের পদত্যাগ দাবি করেছেন পরেশবাবু। এছাড়াও এই ঘটনাকে সামনে রেখে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেল বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বিজেপির বিরুদ্ধে বলেও জানান তিনি। সাধারণ মানুষের অধিকার কোন অবস্থাতেই খর্ব করা যাবে না। সাধারণ মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। বলা বাহুল্য ২০১৬, ২৮/এ ধারা অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছিল আধার কার্ড। ইতিমধ্যেই তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে গোটা বাংলা জুড়ে। দিনহাটা মহকুমায় বাতিল করা হয়েছে দুর্বারাজ বর্মন, দুধু বর্মন, মিঠুন বর্মন, প্রেমানন্দ বর্মন এবং আরতী বর্মনের আধার কার্ড। তাদের সাথে দেখা করেন পরেশবাবু। চোখের জলে দুধু বর্মন জানান, তার দুই ছেলে বাইরে পড়াশোনা করে, তার আধার কার্ড বাতিল হওয়াতে বিপাকে পড়বে তার পরিবার। সমস্ত ধরনের ব্যাংক আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে রেশন কার্ড। এর মত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কাছে তার আবেদন অবিলম্বে এই বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে তাকে এবং তার পরিবারকে যেন সহযোগিতা করা হয়। এদিন পরেশবাবুর সাথে উপস্থিত ছিলেন, কোচবিহার-১ নম্বর ব্লক এসসি ওবিসি স্যার এর সভাপতি বিশ্বনাথ দাস, দিনহাটার এসসি ওবিসি সেলের নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা।

# দিনহাটা-শিলিগুড়ি নতুন বাসের উদ্বোধন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা:** উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দিনহাটা থেকে নতুন একটি বাসের উদ্বোধন করলেন চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। বৃহস্পতিবার দিনহাটার কৃষিমেলা এলাকায় সংস্থার ডিপো থেকে নতুন এই বাসের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নূর আলম হোসেন, জেলা পরিষদের সদস্য শ্রাবণী ঝা, দিনহাটা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপতী রায়, সংস্থার দিনহাটার ডিপো ইনচার্জ। উল্লেখ্য দিন কয়েক আগে কলকাতার হাওড়া থেকে ভার্চুয়ালি সংস্থার ৩১ টি বাসের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই পর্যায়ক্রমে সেই বাসগুলিকে বিভিন্ন ডিপো থেকে চালানোর জন্য উদ্যোগী হয় কর্তৃপক্ষ। সেইমতো কয়েকদিন আগে কোচবিহার ডিপো থেকে তিনটি বাস কলকাতার উদ্দেশ্যে উদ্বোধন হয়। এছাড়াও এদিন দিনহাটা থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য নতুন আরো একটি বাসের উদ্বোধন হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় বলেন, প্রতিদিন সকাল পৌনে নয়টায় দিনহাটা থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাবে এই বাস। আগামীদিনে দিনহাটা থেকে পুনরায় কলকাতা যাওয়ার জন্য বাস পরিষেবা চালু করার চেষ্টা চলছে।

# ভারতকেন্দ্রিক কৌশলের অংশ হিসাবে নতুন পদক্ষেপ স্কোডা অটো-এর

**শিলিগুড়ি:** কুশাক এবং স্লাভিয়ার পরে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া তৃতীয় প্রধান পণ্য আক্রমণকে চিহ্নিত করে, ২০২৫ সালের শুরুরদিকে ভারতে একটি সম্পূর্ণ নতুন কমপ্যাক্ট SUV লঞ্চ করতে চলেছে। স্থানীয়করণ এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচের উপর নজর দিয়ে প্রস্তুতকারক MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্মটি তৈরি করেছেন, যা বিশেষভাবে ভারতের জন্য তৈরি হয়েছে - ২০২১ সালের জুলাই মাসে কুশাক SUV এবং ২০২২ সালের মার্চ মাসে স্লাভিয়া সেডানের মাধ্যমে উপলব্ধ।

ঘোষণার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, স্কোডা অটো এএস-এর সিইও ক্লাউস জেলমার বলেছেন, "স্কোডা অটো-এর উপস্থিতি প্রসারিত করতে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। আমরা শক্তিশালী বাজার অবস্থান এবং উৎপাদন ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে ২০৩০ লের মধ্যে ৫% বাজার শেয়ার অর্জন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি।" স্কোডা অটো-এর লক্ষ্য হল শহরতলি অঞ্চল এবং ছোট বাজারে প্রবেশ করা। এটি ইউরোপের বাইরে কোম্পানির দ্বারা তৈরি এবং ভারতীয় বাজারের জন্য তৈরি করা প্রথম প্ল্যাটফর্ম।

কোম্পানিটি ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বাধিক বিক্রিত ইউরোপীয় ব্র্যান্ডে পরিণত হবে বলে আশা করছে, যা ভক্সওয়াগেন গ্রুপের ব্র্যান্ডগুলির জন্য পাঁচ শতাংশ বাজারের অংশীদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যে ভারতে তার উৎপাদন এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করেছে। MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্ম, স্কোডা অটো ইন্ডিয়া দ্বারা তৈরি, যা গ্লোবাল NCAP ক্র্যাশ পরীক্ষায় কুশাক এবং স্লাভিয়া ৫-স্টার রেটিং পেয়েছে এবং কোম্পানি তার কমপ্যাক্ট SUV, কুশাক-এর জন্য একটি নামকরণ প্রতিযোগিতারও ঘোষণা করেছে।

# ভারতে স্যামসাং গ্যালাক্সি বুক৪ সিরিজে সেল শুরু

**কলকাতা:** স্যামসাং, ভারতের বৃহত্তম কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড, আজ গ্যালাক্সি বুক ৪ সিরিজের সবচেয়ে ইনটেলিজেন্ট পিসি-র লাইনআপ গ্যালাক্সি বুক৪ প্রো ৩৬০, গ্যালাক্সি বুক ৪ প্রো এবং গ্যালাক্সি বুক ৪ ৩৬০-এ ছাড় দেওয়ার কথা জানিয়েছে। গ্যালাক্সি বুক৪ সিরিজে একটি নতুন বুদ্ধিমান প্রসেসর, একটি আরও প্রাণবন্ত এবং ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে এবং একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। এই সুবিধা পিসি ক্যাটাগরিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং স্যামসাং-এর এআই উদ্ভাবনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ত্বরান্বিত করে।

গ্যালাক্সি বুক৪ সিরিজ পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে যে কীভাবে ব্যবহারকারীরা তাদের পিসি, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং অন্যান্য ডিভাইসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, সত্যিকারের কানেকটেড এবং ইনটেলিজেন্ট অভিজ্ঞতা পাবে। এটি একদম অপ্টিমাইজড এবং পরিচিত টাচ-বেসড ইউজার ইন্টারফেসের সঙ্গে সম্পূর্ণ ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতা দেয়। শক্তিশালী পারফরম্যান্সের জন্য একটি বুদ্ধিমান প্রসেসরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, গ্যালাক্সি বুক৪ সিরিজে একটি নতুন ইনটেল® কোর™ আল্ট্রা ৭/আল্ট্রা৫ প্রসেসর রয়েছে যা একটি দ্রুততর সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ), একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) এবং একটি নতুন নিউট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (এনপিইউ) যোগ করে। গ্যালাক্সি বুক৪ সিরিজ-এর ডায়নামিক এএমওএলইডি টুএক্স ডিসপ্লে সহ একটি অত্যাশ্চর্য এবং ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে অফার করে যা ঘরের ভিতরে বা বাইরে, স্পষ্ট বৈসাদৃশ্য এবং উজ্জ্বল রঙের নিশ্চয়তা দেয়। ডলবি অ্যাটমস® সহ একেজি কোয়াড স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি প্রথম সারির, যা উচ্চ অক্টেভ এবং রিচ বাস-এর মাধ্যমে স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে দেয়।

# মালদায় নতুন মুদি পরিপূর্ণতা কেন্দ্র খুলেছে ফ্লিপকার্ট

**মুর্শিদাবাদ:** ফ্লিপকার্ট, পশ্চিমবঙ্গের মালদা শহরে তার চতুর্থতম মুদি পরিপূর্ণতা কেন্দ্র লঞ্চ করেছে। এই কেন্দ্রটি প্রায় ১.১৩ লক্ষ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত, যেখান থেকে প্রতিদিন ১ লক্ষ ইউনিটের বেশি সামগ্রী ডেলিভারি করা যাবে। বর্তমানে এই কেন্দ্র থেকে মালদা, উত্তরবঙ্গ অঞ্চল, বেরহামপুর এবং ঝাড়খণ্ড ও বিহারের কিছু অংশে প্রতিদিন ৭,০০০ এরও বেশি অর্ডার ডেলিভারি করা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মালদায় ফ্লিপকার্টের মুদি পরিপূরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তা জানতে পেরে আমি আনন্দিত। এই কেন্দ্রটি স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি কৃষক ও উৎপাদনকারীদের জীবিকার সুযোগ বাড়াবে।"

এটি বিস্কফার্ম বিস্কুট, জে কে মাসালা এবং মশলা, ইমামি তেল আইটেম এবং মিনিকেট রাইস সহ জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির একটি কিউরেটেড রেঞ্জ অফার করবে, যেখানে ITC, HUL, এবং P&G-এর মতো সুপরিচিত FMCG ব্র্যান্ডগুলির পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসার দৈনন্দিন মুদি সহ এই ৫,০০০-এর বেশি পণ্য পাওয়া যাবে। ফ্লিপকার্ট-এর এই উদ্যোগটি রাজ্যে ৭০০ টিরও বেশি স্থানীয় চাকরির সুযোগ তৈরী করবে এবং হাজার হাজার স্থানীয় বিক্রেতা, MSME এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের জাতীয় বাজারে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। এটি কেনাকাটার অভিজ্ঞতা বাড়াবে এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের সহায়তা করবে। উদ্যোগটি আঞ্চলিক অর্থনীতি বাড়াতে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

# লাগেজ সুরক্ষায় ভি এবং ব্লু রিবন-এর পার্টনারশিপ

**শিলিগুড়ি:** কোভিড-এর পর থেকে ভারতীয়দের মধ্যে ভ্রমণের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশন এবং আইটি বিষয়ে এসআইটিএ-এর একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ২৬ মিলিয়নেরও বেশি লাগেজ ২০২২ সালে বিলম্বিত, হারিয়ে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভি হল নেতৃস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ব্লু রিবন ব্যাগের সাথে পার্টনারশিপ করে, একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেসড হারিয়ে যাওয়া লাগেজ কনসিয়ারেজ পরিষেবা কোম্পানি, একটি বিশেষ অফার করতে ভিআই পোস্টপেইড আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের জন্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে।

ভিপোস্টপেইড ব্যবহারকারীরা ৭ই এপ্রিল, ২০২৪ এর আগে পরিকল্পিত ভ্রমণের জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল রোমিং প্যাক প্রি-বুক করতে পারেন। এই পরিষেবাটি ১৯,৮০০টাকা প্রতি ব্যাগে লাগেজ বিলম্বিত হলে বা অভিযোগ জমা দেওয়ার পরে ৯৬ ঘন্টার বেশি পাওয়া না গেলে। এই এক্সক্লুসিভ অফারটি ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে শুরু হয়ে ২১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত থাকবে। আন্তর্জাতিক রোমিং প্ল্যানের জন্য বৈধ যেমন ১০ দিন ৩৯৯৯, ১৪ দিন ৪৯৯৯ এবং ৩০-দিন ৫৯৯৯।

এই পার্টনারশিপ ভ্রমণকারীদের চাহিদা পূরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা তাদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময় তাদের মানসিক শান্তি এবং আশ্বাস প্রদান করে। লাগেজ সুরক্ষা পরিষেবাগুলি আমাদের পরিষেবাগুলিতে যোগ করার আরেকটি সংযোজন এবং এর গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য ভি-এর প্রতিশ্রুতিকে আরও উন্নত করে।

# টাটা মোটরসের নেতৃত্বে 'শ্বেত বিপ্লব' গুজরাটে

**কলকাতা:** টাটা মোটরস, আহমেদাবাদ জেলা কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসারস ইউনিয়ন লিমিটেড এবং গুজরাট ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঙ্গে মিলে সানন্দে এবং এর আশেপাশে একটি নতুন 'শ্বেত বিপ্লব' শুরু করেছে। এই উদ্যোগটি একটি আর্থ-সামাজিক রূপান্তরকে অনুঘটক করেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিতে উন্নত অ্যাক্সেসের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের মর্যাদা উন্নত করেছে।

প্রযুক্তি এবং সমবায়ের ব্যবহার করে, সানন্দের অদূরবর্তী অঞ্চলের ১৬০০ জনেরও বেশি মহিলা গ্রামীণ গুজরাটের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী ভারতে মাথাপিছু ফলন কম। সানন্দের ভারওয়ার এবং কলি প্যাটেল সম্প্রদায়ের মহিলাদের দ্বারা ঐতিহ্যগতভাবে এই কাজ, একটি সম্পূরক আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে। এই মহিলারা, প্রায়শই বিয়ের উপহার হিসাবে একটি গরু বা মহিষ উপহার দেয়, পশুখাদ্য থেকে দুধ বিক্রি পর্যন্ত পুরো দুধের খামারের সবকিছু নিজেরাই পরিচালনা করে।

টাটা মোটরস, কয়েক বছর আগে, এই মহিলাদের দুধ শিল্পে উৎপাদন ও আয় বাড়াতে সমবায় ও প্রযুক্তির সুবিধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই কৌশলগত হস্তক্ষেপের ফলে অটোমেটেড মিল্ক কালেকশন সিস্টেম এবং বাল্ক মিল্ক চিলিং ইউনিট চালু করা হয়েছে, যা ৩২টি গ্রামে ৪৪৯৬-এর বেশি সমবায় সদস্যের জীবন বদলে দিয়েছে। পরিকাঠামো বৃদ্ধির পাশাপাশি, টাটা মোটরস প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে এই সম্প্রদায়েরর মধ্যে নতুন আশা জেগেছে।

# এডেলউইস টোকিও লাইফ-এর উদ্ভাবনী পরিকল্পনা

**কলকাতা:** একটি বিস্তৃত ফ্যামিলি প্রপোজিশনের জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিগ্যাসি প্লাস লঞ্চ করেছে এডেলউইস টোকিও লাইফ (Edelweiss Tokio Life), যার মাধ্যমে ২ জনের জীবন কভার করার পাশাপাশি ৩ প্রজন্মের আয় স্থায়ী করবে। এটি শিশু আর্থিক পরিকল্পনা, উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং জরুরী প্রয়োজনের জন্য, ঐচ্ছিক সারভাইভাল বেনিফিট প্রদান করবে। লিগ্যাসি প্লাস একটি পরিবার-বান্ধব ইন্স্যুরেন্স যা গ্রাহকদের আর্থিক সঞ্চয়ে সহায়তা করে। এছাড়াও, এটি প্রাথমিক আয়ের দ্বারা লিকুইডিটি প্রদান করে এবং ব্যক্তির ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত আয়ের প্রস্তাব দেয়, এমনকি বীমাকৃতের মৃত্যুর ক্ষেত্রেও। প্ল্যানটি একটি পরিবারকে অন্তত তিন প্রজন্মের আয় পেআউট থেকে উপকৃত করতে পারবে। এই কোম্পানির গত দশ বছর ধরে বোনাস প্রদানের ধারাবাহিক রেকর্ড রয়েছে।

নতুন পণ্য সম্পর্কে এডেলউইস টোকিও লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর শুভজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "আমাদের এই অত্যাধুনিক পণ্যটি ৩-৪টি মৌলিক উদ্বেগের সাথে গ্রাহকদেরকে একটি আর্থিক সমাধান অফার করবে, যা সন্তানের ভবিষ্যত, অবসর, উত্তরাধিকার এবং আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি, এই চাহিদাগুলকে সফলভাবে পূরণ করতে এবং মানসিক শান্তি প্রদানের জন্য একটি একক পণ্য সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"

# আধুনিক প্রযুক্তির উন্নতির লক্ষ্যে স্যামসাং-এর ভূমিকা

**কলকাতা:** স্যামসাং আরএন্ডডি ইনস্টিটিউট, নয়ডা দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কানপুর-এর সাথে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে পাঁচ বছরের জন্য মূল বৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলিতে ফোকাস করার জন্য আইআইটি কানপুরের ছাত্র, কার্যক্ষমতা এবং স্যামসাং ইঞ্জিনিয়ারদের যৌথ গবেষণা প্রকল্প, যা শিক্ষার্থীদের শিল্প-প্রস্তুত হতে সাহায্য করবে। এই গবেষণা প্রকল্পগুলি স্বাস্থ্য, ভিজ্যুয়াল, ফ্রেমওয়ার্ক এবং বি২বি সুরক্ষা, জেনারেটিভ এআই এবং ক্লাউডের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত করবে। এই মৌ স্মারকটির লক্ষ্য হল গবেষণা প্রকল্প ছাড়াও, এআই, ক্লাউড এবং নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্যামসাং ইঞ্জিনিয়ারদের উন্নত করার সুযোগ দেওয়া। এই মৌ স্মারকটি এসআরআই-নয়ডা-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর Kyungyun Roo, আইআইটি কানপুরের ডিন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রফেসর তরুণ গুপ্ত এবং আইআইটি কানপুরের ডিরেক্টর প্রফেসর এস. গণেশের উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করেছেন; প্রফেসর সন্দীপ ভার্মা, রসায়ন বিভাগ, আইআইটি কানপুর; প্রফেসর তুষার সন্ধান, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, আইআইটি কানপুর; এবং স্যামসাং-এর অন্যান্য সিনিয়র প্রতিনিধিরা। এই বিষয়ে এসআরআই-নয়ডা-এর এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর Kyungyun Roo, জানিয়েছেন, আমরা আইআইটি কানপুরের সাথে এই সহযোগিতামূলক যাত্রা শুরু করতে পেরে আনন্দিত। এই সহযোগিতা শিল্প তৈরির সাথে অ্যাকাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বকে মিলিত করার প্রতি আমাদের উত্সর্গকে প্রতিফলিত করে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের শিল্পের জন্য প্রস্তুত করে। আমরা ধারনা, জ্ঞান এবং প্রতিভা আদান-প্রদানের জন্য উন্মুখ, যা যুগান্তকারী প্রকল্পগুলির সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং স্যামসাং এবং আইআইটি কানপুর উভয়ের বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।"

# আইআইটি জেইই মেইন সেশন ১-এ ৯৯.৮২ শতাংশ স্কোর করেছে অন্তরীপ রায়

**আগরতলা:** ত্রিপুরার আনএকাডেমি শিক্ষার্থী অন্তরীপ রায়, আইআইটি জেইই মেইন সেশন ১-এ ৯৯.৮২ শতাংশ স্কোর করে রাজ্যকে গর্বিত করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের টপার অন্তরীপ রায়ের পাশাপাশি দিল্লির (১০০ শতাংশ), এবং ওড়িশার (৯৯.৯৮ শতাংশ) টপারও আনএকাডেমি-এরই শিক্ষার্থী। ৭০২ জনেরও বেশি আনএকাডেমি শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশের বেশি স্কোর করেছে।

সাফল্যের বিষয়ে অন্তরীপ, আনএকাডেমি লার্নার, জানিয়েছে, "আমার প্রস্তুতি যাত্রার সময় আমি আনএকাডেমি থেকে যে অমূল্য সমর্থন পেয়েছি তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। উচ্চ-মানের বিষয়বস্তু, মক টেস্ট, কুইজ এবং ইন্টারেক্টিভ সেশনগুলি আমার দক্ষতাকে উন্নত করতে এবং আমার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নেতৃত্বে আনএকাডেমির ক্লাসগুলি শুধুমাত্র আমার বোঝাপড়াকে সমৃদ্ধ করেনি বরং আইআইটি জেইই মেইন সেশন ১-এ আমার এই স্কোর অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।"

এই কৃতিত্বগুলি আনএকাডেমির শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে এবং আনঅ্যাকাডেমি গর্বিত যে তারা আইআইটি জেইই মেইন সেশন ১-এ তাদের একাডেমিক সাফল্যের যাত্রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আনএকাডেমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তৈরি হতে এবং তাদের একাডেমিক লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

# কৌশল রথের উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

**কলকাতা:** কোডারমা, ঝাড়খণ্ড, ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী প্রত্যন্ত অঞ্চল-ঝুমরিতেলাইয়াইন ঝাড়খণ্ডের কোডারমায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রার্থীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্র প্রদানকারী একটি বিশেষ বাস কৌশল রথ লঞ্চ করেছেন। এই উদ্যোগটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির উন্নতির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দেবী বলেছেন,

"প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে, দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক যুবকদের উন্নত করতে, কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্নত করতে, ইমিগ্রেশন কমাতে এবং আঞ্চলিক আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।"

এই কৌশল রথ উদ্যোগ যুবকদের শ্রেষ্ঠ সরঞ্জামের সাথে সজ্জিত করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের সাথে একাডেমিক জ্ঞানকে একত্রিত করবে। এটি উদ্যোক্তা মানসিকতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগকে উন্নীত করবে। এই উদ্যোগটি সফ্ট স্কিল ট্রেনিং, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সহায়তা করবে। NSDC CSR-এর লক্ষ্য হল সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে ব্যবধান বন্ধ করা এবং ভারতের দক্ষতা উন্নয়ন ল্যান্ডস্কেপে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

# স্বাস্থ্যসেবার আধুনিক সুবিধা তৈরিতে মেডট্রনিক-এর কার্যকারিতা

**কলকাতা:** মেডট্রনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রধান হায়দ্রাবাদে তার নতুন আধুনিক মেডট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনোভেশন সেন্টার উদ্বোধন করেছে। কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন শ্রী ডি. শ্রীধর বাবু, মিনিস্টার অফ আইটি, ইন্ডাস্ট্রিস এবং কমার্স, গভর্নমেন্ট অফ তেলাঙ্গানা এছাড়া বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রসারণটি প্রায় ৩০০০ কোটি বিনিয়োগের অংশ যা মেডট্রনিক দ্বারা ঘোষিত পাঁচ বছরের মেয়াদে আরএন্ডডি সুবিধা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করতে এবং ভবিষ্যতে ১৫০০ জনকে নিয়োগ করবে। এছাড়াও এমইআইসি হল ইউএস-এর বাইরে মেডট্রনিক-এর বৃহত্তম আরএন্ডডি কেন্দ্র। মোট স্থানের ২৫০,০০০ বর্গফুটে, এমইআইসি কোলাবরেটিভ ইনোভেশন, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, প্রসারিত স্থান থেকে নিমজ্জিত অভিজ্ঞতার উপর ফোকাস করতে চলেছে, যার লক্ষ্য স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যতকে উন্নত করা। নতুন স্থানটিতে থাকবে ডিজিটাল থেরাপি ও ইনোভেশন ল্যাব, কানেক্টেড কেয়ার ল্যাব সহ বিভিন্ন আধুনিক সুবিধা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানা সরকারের আইটি, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কমার্স মিনিস্টার শ্রী ডি শ্রীধর বাবু জানিয়েছেন, "মেডট্রনিক হায়দ্রাবাদকে গ্লোবাল মানচিত্রে মেডিকেল প্রযুক্তি তৈরিতে গবেষণা ও উন্নয়ন উভয়ের জন্য আদর্শ গন্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ ভুমিকা পালন করবে। আমরা মেডট্রনিকের বৃদ্ধিকে সমর্থন করতে সমানভাবে রোমাঞ্চিত এবং স্বাস্থ্যসেবা উদ্ভাবনে রাজ্য ও দেশে তাদের অবদানের জন্য উন্মুখ।"

# স্যামসাং গ্যালাক্সি এ১৫ ৫জি-এর নতুন মেমরি ভেরিয়েন্ট ঘোষণা

**কলকাতা:** ভারতের বৃহত্তম ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং, আজ একটি নতুন স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট, ৬জিবি+১২৮ জিবি গ্যালাক্সি এ৫ ৫জি-এ (দাম ১৬৪৯৯ টাকা থেকে শুরু) লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। স্মার্টফোনটি বর্তমানে ৮জিবি+২৫৬জিবি এবং ৮জিবি+১২৮ জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট ও তিনটি রিফ্রেশিং রঙ নীল কালো, নীল এবং হালকা নীল রঙে পাওয়া যাচ্ছে। এই ফোন গ্যালাক্সি এ১৪ ৫জি-এর উত্তরসূরী। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ অনুসারে ২০২৩ সালের জন্য ভারতের ১ নম্বর ৫জি স্মার্টফোন বিক্রি করা হয়েছে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে রূপান্তরমূলক উদ্ভাবনগুলি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে স্যামসাং ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের প্রথম পছন্দ। গ্যালাক্সি এ১৫ ৫জি হ্যাজ ফিনিশের গ্লাস্টিক ব্যাক প্যানেলের সঙ্গে একটি প্রিমিয়াম অনুভূতির দেয়। পাশের প্যানেলে নতুন কী আইল্যান্ড ডিজাইন এবং ফ্ল্যাট লিনিয়ার ক্যামেরা হাউজিং উন্নত গ্রিপের জন্য একটি অনন্য সিলুয়েট তৈরি করে। এতে একটি ৬.৫-ইঞ্চি সুপার এএমওএলইডি ডিসপ্লে রয়েছে, যা ভিশন বুস্টারের সঙ্গে উন্নত, ৯০হার্জ রিফ্রেশ রেট এবং চোখের আরামের জন্য কম নীল আলোর ডিসপ্লে সহ মসৃণ, উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত ভিশনের অভিজ্ঞতা তৈরি করে। এতে ভিডিআইএস সহ একটি ৫০এমপি ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে। ফ্রন্ট ক্যামেরা ১৩ এমপি। সঙ্গে রয়েছে নক্স সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম। ব্যবহারকারীরা অটো ব্লকার, প্রাইভেসি ড্যাশবোর্ড, স্যামসাং পাসকি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ঠের সঙ্গে তাদের ডেটার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে করতে পারে। এখন এই ফোন তিনটি মেমরি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে – ৬জিবি+১২৮জিবি (১৭৯৯৯ টাকা), ৮জিবি+২৫৬জিবি (দাম ২২৪৯৯ টাকা), এবং ৮জিবি+১২৮ জিবি (দাম ১৯৪৯৯ টাকা)।

# পশ্চিমবঙ্গে সফলভাবে পরিপূর্ণতা কার্যক্রম প্রসারিত করেছে মাহিন্দ্রা লজিস্টিকস লিমিটেড

**মালদা:** মাহিন্দ্রা লজিস্টিকস লিমিটেড, ভারতে সমন্বিত লজিস্টিক সলিউশনের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রদানকারী, পশ্চিমবঙ্গের মালদায় একটি ১.১ লক্ষ বর্গফুট পরিপূর্ণতা কেন্দ্র খোলার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে তার উপস্থিতি প্রসারিত করছে। কেন্দ্র পরিপূর্ণতা এবং শেষ-মাইল ডেলিভারি পরিচালনা করবে, এন্ড-টু-এন্ড পরিপূর্ণতা এবং উন্নত ডেলিভারির মাধ্যমে দক্ষ এবং সময়মত ডেলিভারি নিশ্চিত করবে। কোম্পানিটি ১৪টি শেষ-মাইল ডেলিভারি স্টেশন যোগ করছে, যা প্রতিদিন প্রায় ১৫,০০০ পরিবারের কাছে পৌঁছেছে। সম্প্রসারণটি মাহিন্দ্রা লজিস্টিকসের ব্যাপক লজিস্টিক সলিউশনের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে ফুলফিলমেন্ট, এক্সপ্রেস, মিড-মাইল এবং লাস্ট-মাইল পরিষেবা। এই সুবিধাটি শেষ-মাইল নেটওয়ার্কের জন্য ৩৫০ জন নিবেদিত কর্মী সহ ৭৫০ টিরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করবে। মাহিন্দ্রা লজিস্টিকস বৈচিত্র্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার লক্ষ্য হল PwD এবং LGBTQIA+ সম্প্রদায়ের মহিলা এবং ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপূর্ণতা কেন্দ্রের ভূমিকার ২৫% পূরণ করা। এই সম্প্রসারণটি পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানির গুদামজাতকরণের পদচিহ্নকে ৩.৩ লক্ষ বর্গফুটে উন্নীত করেছে। ক্রিয়াকলাপ শুরু করার বিষয়ে মন্তব্য করে মাহিন্দ্রা লজিস্টিকসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও শ্রী রামপ্রবীণ স্বামীনাথন বলেছেন, "মালদায় আমাদের এই নতুন উদ্যোগ ভারত জুড়ে সমন্বিত সাপ্লাই চেইন সমাধান প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এন্ড-টু-এন্ড পরিপূর্ণতা এবং শেষ মাইল ডেলিভারি সমাধান প্রদান করবে। এটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি করবে, শহর ও শহরতলি অঞ্চলগুলিতে কার্যক্রম প্রসারিত করে এবং পূর্বাঞ্চলকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চালক হিসাবে রূপান্তরিত করতে সরকারের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য।"

# কোয়ান্টাম ইনোভেশন ইকোসিস্টেমকে উন্নত করতে চায় আইবিএম ও এলটিআইমাইন্ডট্রি

**কলকাতা:** আইবিএম (IBM) ঘোষণা করেছে যে এলটিআইমাইন্ডট্রি (LTI-MIndtree), যা একটি বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি পরামর্শ এবং ডিজিটাল সমাধান কোম্পানি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং উদ্ভাবন অন্বেষণ করতে আইবিএম কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে যোগদান করেছে। কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে যোগদান করে এলটিআইমাইন্ডট্রি, আইবিএম-এর সাথে প্ল্যাটিনাম পার্টনারশিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কোম্পানী আইবিএম সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করবে, যার মধ্যে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সিস্টেম, সফ্টওয়্যার এবং দক্ষতার বৈশ্বিক বহর রয়েছে। এলটিআইমাইন্ডট্রি যৌথ কোয়ান্টাম গবেষণা এবং কর্মশক্তি উন্নয়নে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজের সাথেও সহযোগিতা করবে। এলটিআইমিন্ডট্রি চিফ টেকনোলজি অফিসার অ্যান চৌহান বলেছেন, "আমরা আইবিএম এবং আইআইটি মাদ্রাজ, ভারতের সাথে এই যাত্রা শুরু করতে পেরে আনন্দিত। এই সহোযোগিতাটি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এ উন্নত করবে, যা দ্রুত এবং আরও দক্ষ সমস্যা সমাধানের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং গ্রাহকদের উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা নিতে সক্ষম করবে।" এলটিআইমাইন্ডট্রি একটি সাসটেইনেবল ইকোসিস্টেম তৈরি করে নতুন প্রজন্মের পেশাদার এবং গবেষকদের লালনপালনের জন্য সফল গবেষণা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ওয়ার্কশপ এবং গবেষণা অনুদান সহ দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে।

# ভারতে অফ-রোডিং-এর বিশেষত্ব তুলে ধরতে আইএসআরএল-এর ভুমিকা

**কলকাতা:** টয়োটা কির্লোস্কর মোটর, ইন্ডিয়ান সুপারক্রস রেসিং লিগ-এর সাথে তার পার্টনারশিপ অব্যাহত রেখেছে, যা তার অফিসিয়াল ভেহিকেল পার্টনার হিসেবে আইকনিক হিলাক্সকে প্রদর্শন করছে। আইএসআরএল ভারতে বিশ্বের প্রথম সুপারক্রস লীগকে চিহ্নিত করে, টিকেএম-এর সহযোগিতা আইকনিক হিলাক্স-এর মাধ্যমে বিশেষ অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে। যা শ্রোতাদের মনমুগ্ধ করেছে এবং দেশজুড়ে মোটরস্পোর্ট এবং অটোমোবাইল উত্সাহীদের জন্য নতুন মান স্থাপন করেছে। পুনে (জানুয়ারি ২০২৪) এবং আহমেদাবাদে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) অনুষ্ঠিত প্রথম এবং দ্বিতীয় রাউন্ডের পরে, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ বেঙ্গালুরুর চিক্কাজালায় ওপেন গ্রাউন্ডে (এয়ারপোর্ট রোড) আইএসআরএল তার তৃতীয় লেগ শেষ করেছে। এই ফাইনাল রাউন্ডটি ৭০০০+ মানুষের অংশগ্রহণে বিশেষ সাড়া পেয়েছে, যা ভারতে অফ-রোডিং ব্যস্ততার জনপ্রিয়তা এবং বিশেষত্ব তুলে ধরেছে। টয়োটার ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মোটরস্পোর্টস উত্তরাধিকার রয়েছে, যা ওয়ার্ল্ড র্যা লি চ্যাম্পিয়নশিপ, ডাকার র্যা লি এবং ওয়ার্ল্ড এন্ডুরেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের মতো মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টে জড়িত। টয়োটা হিলাক্স ব্যতিক্রমী ৪x৪ ড্রাইভের সাথে তৈরি ভেহিকেল পার্টনার, একটি শো প্রদর্শন করেছে এবং আইএসআরএল-এর ডার্ট বাইক রেসের সময় দল ও কর্মকর্তাদের চাহিদা পূরণ করেছে। রেস ইভেন্টে বীর প্যাটেল, ঈশান লোখান্ডে সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা উপস্থিতি ছিলেন। এই লাইনআপে আইএসআরএল ছয়টি দলকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করেছে, প্রতিটিতে ৪ জন রাইডার চ্যালেঞ্জিং অফ-রোড সেটআপে নেভিগেট করেছে, ১০টি ল্যাপ সম্পূর্ণ করে এবং তাদের নিজ নিজ বিভাগে প্রতিযোগীদের থেকে উচ্চ পয়েন্ট অর্জন করে তাদের আন্তর্জাতিক ক্যালিবার প্রদর্শন করেছে। বিবি রেসিং, বিগ রক মোটরস্পোর্টস সহ উল্লেখযোগ্য দলের মালিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের সেলস-সার্ভিস-ইউসড কার বিজনেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সবরী মনোহর জানিয়েছেন, "আমরা ইন্ডিয়ান সুপারক্রস রেসিং লীগকে টয়োটা হিলাক্সের সাথে অফিসিয়াল ভেহিকেল পার্টনার হিসাবে আমাদের সমর্থন এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরে আনন্দিত। আইএসআরএল-এর দর্শকদের জন্য প্যাকড পারফরম্যান্স, শুধুমাত্র ডার্ট ট্র্যাক তৈরি এবং বাইক চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রেসিং ইভেন্টের সময় এর আনন্দদায়ক কাজগুলির সাথে অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলিও তৈরি করে।

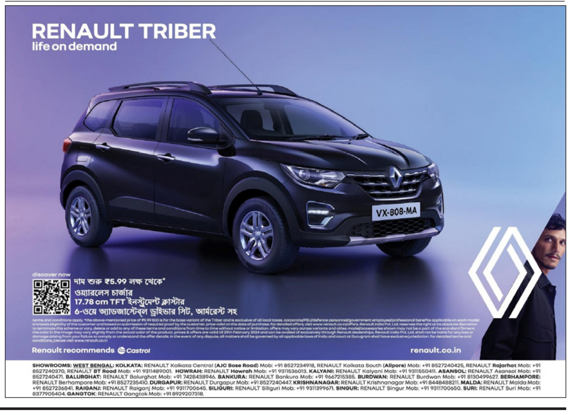

# গ্রিন করিডর করে রসিকবিল থেকে ঘড়িয়াল নিয়ে যাওয়া হল জলঙ্গীতে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** ঘড়িয়ালের কথা মাথায় আসা মানেই দে ছুট রসিকবিলে। কোচবিহার রসিকবিলে প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র থেকে এবারে ৩৭ টি ঘড়িয়ালকে নিয়ে যাওয়া হল মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। ২৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রসিকবিল থেকে ওই ঘড়িয়াল নিয়ে জলঙ্গীর পথে রওনা হয় গাড়ি। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দেড়েকের মধ্যে রসিকবিলের ঘড়িয়াল দম্পতিরা শতাধিক শাবকের জন্ম দেয়। ছোট জায়গায় এত শাবককে রাখা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাধ্য হয়ে সেগুলি বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হয়। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে টিকটকপাড়ায় ভাগীরথীর শাখা নদীতে ঘড়িয়াল শাবকদের ছাড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, "মাইক্রো চিপিং করে নদীতে ছাড়া হবে ঘড়িয়াল শাবকদের। সেক্ষেত্রে তাদের প্রজনন ও বংশবিস্তারে সুবিধে হবে।"

রসিকবিলে বর্তমানে ১১ টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়াল আছে। এর মধ্যে সাতটি পুরুষ। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদী থেকে উদ্ধার হওয়া ঘড়িয়াল রসিকবিলে নিয়ে গিয়ে ছাড়া হয়। সেগুলি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমতে থাকে রসিকবিলে। সেখানে প্রজননের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে নার্সারি তৈরি করে বন দফতর। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বালুর শয্যায় প্রায় ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ডিম রাখা হয়। প্রয়োজন মতো জেনারেটর ও আলোর ব্যবস্থা করা হয়। একমাস ছিল নজরদারি। এই বিষয়ে পরামর্শ দেন উড়িষ্যার নন্দনকানন ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা। প্রথম ধাপে যে ৩৭ টি বাচ্চা হয়েছিল সেগুলিকে জলঙ্গীতে নিয়ে যাওয়া হয়। কোচবিহার থেকে জলঙ্গী ছয়শো কিলোমিটার পথ। চিকিৎসক, বন দফতরের আধিকারিক ও বন কর্মীদের দল গ্রিন করিডর তৈরি করে ঘড়িয়ালগুলি নিয়ে জলঙ্গীর পথে রওনা হয়। জল সরবরাহের প্লাস্টিকের পাইপের দু'দিকের মুখ আটকে তাতে অসংখ্য ছিদ্র করে ঘড়িয়াল রাখার জায়গা তৈরি করা হয়। একেকটি পাইপে একটি করে ঘড়িয়াল নিয়ে তা জলঙ্গীর পথে রওনা হয়। রাস্তায় যাতে কোনও সমস্যা তৈরি বা যানজট না হয় সেজন্য পুলিশ আধিকারিকদের আগাম জানানো হয়। শনিবার ঘড়িয়ালগুলি জলঙ্গী পৌঁছে গিয়েছে। বনের আধিকারিকরা জানান, দ্বিতীয় ধাপে আরও পঞ্চাশটি ঘড়িয়াল শাবকের জন্ম হয়েছে। আপাতত তা থাকবে রসিকবিলেই। যা পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

# তৃণমূল সভাপতির বাড়ির সামনে বোমাবাজি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** গভীর রাতে তৃণমূলের এক অঞ্চল সভাপতির বাড়ির সামনে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার কোতয়ালি থানার দেওয়ানহাটে। তৃণমূলের ওই অঞ্চল সভাপতির নাম তাপস দে। বিজেপি অবশ্য ওই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলই নানা জায়গায় অশান্তি ছড়িয়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছে। দিন তিনেক আগে কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের টাকাগাছ এলাকায় বিজেপির এক বুথ সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির ওই নেতা এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশের তরফে দুটি ঘটনাই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন "লোকসভা নির্বাচনের আগে পরিকল্পিতভাবে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। সে জন্যেই গভীর রাতে আমাদের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে বোমাবাজি করা হয়েছে। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।" বিজেপি অবশ্য ওই অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। বিজেপির নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের আহ্বায়ক শুভাশিস চৌধুরী বলেন, "পুরোপুরি মিথ্যে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ। দেওয়ানহাটে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা জানতে পেরেই পরিকল্পিতভাবে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। দলের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আসল উদ্দেশ্য আমাদের কয়েকজন কর্মীর নামে মামলা দায়ের করা।" তৃণমূলের ওই অঞ্চল সভাপতি তাপস দে অভিযোগ করেন, রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ শুয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁরা। সে সময় বাড়ির সামনে বোমা ছুঁড়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। বোমার আওয়াজে পরিবারের সদস্যরা ভীত হয়ে পড়েন। ওই অবস্থার মধ্যে তিনি বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়েন, আশেপাশের বাসিন্দারাও বেরিয়ে আসেন। সেই সময় বাইক নিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, "চার-পাঁচটি বাইক ছিল। বাইক নিয়ে পালানোর সময় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দেওয়া হয়। তার মধ্যে কয়েকজনকে আমি চিনতে পেরেছি। তারা বিজেপি করে।" দেওয়াহাটের পাশেই ভেটাগুড়ি। যেখানে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি। ওই এলাকা নিশীথের গড় বলেই পরিচিত। স্বাভাবিক ভাবেই ওই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় মিছিল করে তৃণমূল। পাল্টা হিসেবে বৃহস্পতিবার দেওয়ানহাটে নিশীথ প্রামাণিকের নেতৃত্বে মিছিল করে বিজেপি।

পরিযায়ী পাখিদের কলতানে মুখরিত সাগরদিঘি।

# মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা:** 'নফরত কি বাজার মে মহব্বত কা টুর্নামেন্ট কা টুর্নামেন্ট' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাকে সমর্থন জানিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের মশালদহ অঞ্চল কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের পরিচালনায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে আট দলীয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট। মশালদহ হাসপাতাল ফুটবল ময়দানে প্রথম দিনের ন্যায় দ্বিতীয়দিনও দুটি করে খেলা হয়। প্রথম খেলায় নেপালের মুখোমুখি হয় শিলিগুড়ি। আরেকটি খেলায় অংশগ্রহণ করে পাটনা ও কলকাতা। নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠে শিলিগুড়ি। অন্য খেলাটিতে টাই ব্রেকারে পাটনাকে হারিয়ে কলকাতা সেমিফাইনালে পৌঁছায়। টুর্নামেন্টের অন্যতম উদ্যোক্তা আবুল কাশেম জানান, রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা ভারতবর্ষে যেভাবে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে সেই বার্তাকে আরো বেশি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ভারতের মধ্যে প্রথম এই মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে মশালদহ অঞ্চল কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস। আজ বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে খেলবে কোচবিহার, গ্রিন জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও কলকাতা। এদিনও দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মুস্তাক আলম, রাজ্যের যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী, কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য আনেসুর রহমান, হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার যুব সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মশালদহ অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি খলিলুর রহমান, মশালদহ গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান টিয়া ভগত, মশালদহ অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক আবু হেনা মোস্তফা, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক আরজিপিআর এস কো-অর্ডিনেটর মুস্তাফিজুর রহমান সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

# পুলিশের পাঠশালায় প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** পুলিশের পাঠশালায় প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি পেল ৩৫ জন। ২০ ফেব্রুয়ারি সোমবার কোচবিহার পুলিশ লাইনে ওই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কোচবিহার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ওই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা। কোচবিহার জেলা পুলিশের ডিএসপি চন্দন দাস জানান, ২০২০ সালে কমিউনিটি পুলিশের আওতায় কেরিয়ার গাইডেন্স চালু করা হয়। বেকার তরুণ-তরুণীরা ওই পাঠশালায় প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। সেখান থেকে ইতিমধ্যেই অনেকেই চাকরি পেয়েছেন। এবারে ৩৫ জন কলকাতা পুলিশে চাকরি পেয়েছে। ডিএসপি আরও জানান, ২০২২ সালে কনস্টেবল ও মহিলা কনস্টেবলের ডাক পান ওই পাঠশালার ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী। তিন সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ হয়। তার মধ্যে থেকে ৩৫ জন চাকরি হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রত্যেকেই কলকাতা পুলিশে যোগ দেবে। পুলিশ সুপার বলেন, "আগামী দিনেও ওই প্রশিক্ষণ চলবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে সফল হয় এটাই লক্ষ্য।"

## জেলা শাখা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অভিযান কর্মসূচি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** শুক্রবার কোচবিহার জেলা শাখা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকারি দফতরে এক প্রচার অভিযান কর্মসূচি হয়। এইদিন কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ভবনের সামনে সাগরদিঘী সংলগ্ন বিভিন্ন অফিসে আগামী ৩রা মার্চ শহীদ মিনারের সামনে মহাসমাবেশ ও ৬ এবং ৭ ই মার্চ ধর্মঘট সফল করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের গিয়ে প্রচার অভিযান চালায়। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যৌথ মঞ্চ সংগ্রাম কমিটির রাজ্য কনভেনর ভাস্কর ঘোষ সহ অন্যান্য সদস্যরা।

## সিআইটিইউর স্মারকলিপি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** শুক্রবার কোচবিহার জেলার সিআইটিইউর পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার এমডির কাছে সম কাজে সম বেতন, মজদুর সিকিউরিটিদের বেতন বৃদ্ধি সহ সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সম্পত্তি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে না দেওয়ার দাবি সহ মোট আট দফা দাবিতে এদিন তারা স্মারকলিপি দিলেন। এইদিনের এই আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউর জেলা সম্পাদক জগৎজ্যোতি দত্ত, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কাঞ্চন ঘোষ, গৌতম কুন্ডু, সুবোধ চক্রবর্ত্তী, শিপ্রা গুপ্ত চৌধুরী, শংকর ভট্টাচার্য, তপন দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

## তৃণমূলে যোগ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার:** কোচবিহার শহরের তিনটি ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর যোগ দিলেন তৃণমূলে। একসময় তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু মতবিরোধ হওয়ায় তারা গত পৌরসভা ভোটে তৃণমূলের দলীয় প্রতীকে না দাঁড়িয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই নির্বাচনে তারা জয় লাভও করেন। তবে জয়লাভ করার পরেও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা দল থেকে বেরিয়ে যাবে তাদের দলে ফেরানো হবে না। সেই কথা মাথায় রেখে এতদিন তাদের দলে নেওয়া হয়নি বলে জানান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তবে সামনেই লোকসভা নির্বাচন ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে যারা দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে পুনরায় দলে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে এবং আগামীদিনেও চলবে বলে জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96